হাই-টেক পার্ক : বিনিয়োগে অপার সম্ভাবনার হাতছানি

গত ২৮ জুন ২০১৫ তারিখে অনেক প্রত্যাশিত চুক্তি স্বাক্ষর হয়ে গেল। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এবং সামিট টেকনোপলিস লি. ইনফিনিটি এর মধ্যে সম্পাদিত এ চুক্তির মাধ্যমে কালিয়াকৈর হাই-টেক পার্কের ২ ও ৫ নং ব্লকের জন্য বাংলাদেশের সামিট ও ভারতীয় ইনফিনিটি কোম্পানির জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানিকে আনুষ্ঠানিকভাবে ডেভেলপার নিয়োগ করা হলো। ১৯৯৯ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কালিয়াকৈরের ওই জায়গায় হাই-টেক পার্ক স্থাপনের জন্য প্রথম নির্দেশ দিয়েছিলেন বিনিয়োগ বোর্ডের ১২ তম বোর্ড সভায়। সুতরাং সেই নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য ১৬ বছর পরে ডেভেলপার নিয়োগের চুক্তি হলো। মাঝখানে অনেক জটিলতা ও মামলা-মোকদ্দমার কারণে এই ১৬ বছর অতিবাহিত হয়। অবশেষে সকল বাধা-বিঘ্ন পেরিয়ে আবার সেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারই ইতিহাস সৃষ্টি করলো এই চুক্তির মাধ্যমে। বলা যায়, এখন হাই-টেক পার্ক স্থাপনের জন্য আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হলো। এবার অপেক্ষা পূর্ণাঙ্গ হাই-টেক পার্ক স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করে সুফল প্রাপ্তির জন্য। ডিজিটাল বাংলাদেশের যিনি স্বপ্নদ্রষ্টা, সেই প্রধানমন্ত্রীই হাই-টেক পার্ক নির্মাণেরও পথ-প্রদর্শক।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের পথে এ উদ্যোগ আরো একধাপ এগিয়ে দিল বাংলাদেশকে। হাই-টেক পার্কের সাফল্যের জন্য আমরা আশাবাদী। এ বিষয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ নিয়ে তথ্যপ্রযুক্তির অন্যতম দিকপাল বিল গেটসের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, "Bangladesh was a shining example of Digital Technology used for delivering financial services to the poor". একইভাবে Goldman Sachs এর মন্তব্যও উল্লেখযোগ্য—

"Bangladesh is one of the member of Next Eleven (N-11) countries, a list of eleven countries having strong potential for becoming the world's largest economies along with BRIC (Brazil, Russia, India and China) with highly promising investment and future growth"

হাই-টেক পার্ক কি? বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন ২০১০ এর সংজ্ঞা অনুযায়ী "পার্ক" অর্থ এই আইনের অধীন সরকার কর্তৃক হাই-টেক শিল্প স্থাপনের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্টকৃত স্থান অথবা সরকার কর্তৃক অনুমতিপ্রাপ্ত হাই-টেক শিল্প স্থাপনের উদ্দেশ্যে ব্যক্তি-উদ্যোক্তা কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত স্থান; এবং সরকার কর্তৃক ঘোষিত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, টেলিকমিউনিকেশন এবং তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর শিল্পের জন্য প্রতিষ্ঠিত আইটি পার্ক, আইটি ভিলেজ, টেকনোলজি পার্ক, সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, বায়ো-টেক পার্ক, রিনিউএবল এনার্জি পার্ক, গ্রিণ টেকনোলজি পার্ক, হার্ডওয়্যার পার্ক ও সায়েন্স পার্কও এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

অনুরূপভাবে, " হাই-টেক শিল্প" অর্থ জ্ঞান ও পুঁজি নির্ভর, পরিবেশ এবং ইনফরমেশন টেকনোলজি, সফটওয়্যার টেকনোলজি, বায়ো-টেকনোলজি, রিনিউএবল এনার্জি, গ্রিণ টেকনোলজি, হার্ডওয়্যার, ইনফরমেশন টেকনোলজি এনাবল্ড সার্ভিসেস (আইটিইএস) এবং রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট (আর এন্ড ডি) নির্ভর শিল্প । সুতরাং ওই সংজ্ঞা অনুযায়ী হাই-টেক পার্ক, সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক এবং আইটি পার্কে স্থাপিত কিংবা স্থাপিতব্য শিল্পের ধরন হতে পারে নিম্নরূপ:

১। কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ২। কম্পিউটার সফটওয়্যার ৩। কমিউনিকেশন হার্ডওয়্যার ৪। কমিউনিকেশন সফটওয়্যার ৫। আইটি ভিত্তিক সেবা ৬। ডিজাইন এন্ড কনসালটেন্সি ৭। বায়োইনফরমেটিকস ৮। মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান ৯। ম্যানুফ্যাকচারিং এন্ড এ্যাসেম্বলিং প্রডাক্টস ১০। অটোমোবাইল এন্ড মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ ১১। কৃষি জৈব প্রযুক্তি ১২। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি।

কাজেই হাই-টেক পার্কে ওই সকল শিল্প স্থাপনে যেকোন আগ্রহী ব্যক্তি কিংবা কোম্পানী বিনিয়োগ করতে পারেন। আশা করি হাই-টেক পার্ক সম্পর্কে আর কোনো অস্পষ্টতা কারো থাকবে না।

হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের গঠন ও কার্যাবলী : বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন ২০১০-এর ৩ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে ২৮ জুন ২০১০ তারিখে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়।

এ কর্তৃপক্ষের প্রধান হলেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক, যিনি সরকারের একজন অতিরিক্ত সচিব। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতাধীন এ প্রতিষ্ঠানের মোট জনবল ৭৬ জন। লক্ষ্যভিত্তিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, শিল্পখাত এবং নতুন ব্যবসার জন্যে বিশ্বমানের পরিবেশ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়। স্থানীয় শিল্পের বিকাশে দেশীয় প্রযুক্তিগত সক্ষমতার উন্নয়ন, শিল্পে প্রযুক্তি পণ্যসমূহ রপ্তানি দ্বারা বৈদেশিক বাজারে প্রবেশ, আইসিটি, ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রনিক্স, টেলিকমিউনিকেশন, জীবপ্রযুক্তি এবং জ্ঞান ভিত্তিক অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্যে সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা এ কর্তৃপক্ষ গঠনের অন্যতম উদ্দেশ্য । এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং ছাত্রদের গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করাও অন্যতম লক্ষ্য।

এছাড়াও হাই-টেক পার্কে শিল্প স্থাপনের জন্য দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের অনুকূলে সরকারি প্রণোদনা থাকবে (জুলাই/২০১৫ মাসে এ সংক্রান্ত পাঁচটি এসআরও জারি হয়েছে)। তন্মধ্যে- ১। ডিউটি ফ্রি ক্যাপিটাল এ্যাসেট আমদানি-রপ্তানি সুবিধা ২। ১০০% বিদেশি বিনিয়োগের সুযোগ ৩। ১০ বছরের জন্য কর্পোরেট ট্যাক্স হলিডে ৪। তিন বছর পর্যন্ত বিদেশি প্রফেশনালদের আয়কর মওকুফ ৫। সিঙ্গেল উইনডো ক্লিয়ারেন্স ৬। উৎপাদিত পণ্য দেশে বাজারজাতকরণের সুযোগ ৭। দীর্ঘমেয়াদী লীজ ৮। দক্ষ জনবলের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ ৯। রপ্তানির ক্ষেত্রে ১০০% কর মওকুফ ১০। ডিভিডেন্ট/প্রফিট এবং পুঁজি পুরোপুরি স্বদেশে প্রত্যাবাসনের সুযোগ ১১। হাই-টেক পার্ককে কাস্টম বন্ডেড এরিয়া হিসেবে ব্যবহারের সুযোগ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বর্তমানে ২,৫০,০০০ আইটি প্রফেসনাল প্রায় ৮০০ সফটওয়্যার কোম্পানিতে এবং আইটিইএস কোম্পানিতে কাজ করছে। তন্মধ্যে ১৬০ টি হলো বিশেষায়িত কোম্পানি, যাদের বিদেশি ক্লায়েন্টদের সেবা প্রদানের অভিজ্ঞতা রয়েছে। আমাদের দেশে শতাধিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১৪০০ কলেজ রয়েছে যেগুলোতে আইটি শিক্ষা প্রোগ্রাম বিদ্যমান। প্রতিবছর ৮০০০ এর অধিক আইটি গ্রাজুয়েট এ সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ হতে বের হয়। এদের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় গ্রাজুয়েটগণ আবার তাদের একাডেমিক ডিগ্রির শেষে গ্লোবাল আইটি ভেনডর সার্টিফিকেট (যেমন মাইক্রোসফট, সিসকো, ওয়াকল, সান) অর্জন করে।

বর্তমানে বিশ হাজার আইটি প্রফেসনাল যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন আইটি কোম্পানিতে (মাইক্রোসফট, ইনটেল, আইবিএম, ফেইসবুক, গুগল) সফলভাবে কাজ করছে।

সরকার ১৯৯৬ সাল হতে সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিজের জন্য কম্পিউটার এবং অন্যান্য ক্যাপিটাল গুডস আমদানিতে Zero/Low tariff আরোপ করেছে। বর্তমানে নিবন্ধিত সফটওয়্যার এবং আইটিইএস কোম্পানি রয়েছে প্রায় ১০০০ এবং এগুলোতে টার্ণ ওভারের পরিমাণ ৮০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার । রপ্তানিকারী আইটি কোম্পানির সংখ্যা ১৬০টি এবং বিপিও কোম্পানির সংখ্যা ২০০টির অধিক হবে। আমাদের দেশ হতে বিশ্বের ৬০টি দেশে রপ্তানি হয়। সুতরাং বাংলাদেশ এখন আইটিতে ইমার্জিং কান্ট্রি বলে স্বীকৃত।

হাই-টেক পার্কের জন্য ডেভেলপার কেন? ডেভেলপার হলো পিপিপি পদ্ধতিতে কোনো হাই-টেক পার্ক উন্নয়নের জন্য সরকার তথা হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের বেসরকারি পার্টনার। একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এই ডেভেলপারকে কোনো পার্কের ডিজাইন তৈরি, অর্থায়ন, স্থাপনা নির্মাণ, উন্নয়ন এবং সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কিছু অধিকার ভোগ করার এবং সুর্নিদিষ্ট কিছু দায়িত্ব পালন করার জন্য চুক্তির মাধ্যমে নিয়োজিত করা হয়। ডেভেলপার কিছু সাধারণ সুযোগ-সুবিধা তৈরির জন্য অর্থায়ন করে পার্ক রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করবেন এবং অন্যান্য বিনিয়োগকারীদের শিল্প কারখানা স্থাপনের জন্য সুযোগ দিবেন। হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে ডেভেলপার সকল কাজ করবেন এবং প্রাপ্ত রাজস্ব আয় চুক্তি অনুযায়ী হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আনুপাতিক হারে প্রাপ্য হবেন। উল্লেখ্য, কালিয়াকৈর হাই-টেক পার্কে SIMCL-INFINITY ডেভেলপার হিসেবে চুক্তি অনুযায়ী বিনিয়োগ করবে ২০৭.৫৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অতঃপর সেখানে অন্যান্য উদ্যোক্তা-টেনান্টগণ নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী বিনিয়োগ করে শিল্প স্থাপন করবেন।

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের এ যাবৎ অর্জন বাংলাদেশে হাই-টেক পার্কের দৃশ্যমান অগ্রগতি তেমন নেই। তবে উল্লেখ্যযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈরে ২৩২ একর জমিতে হাই-টেক পার্ক নির্মাণের কাজে এবং যশোরে সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কের কাজে।

কালিয়াকৈরে অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ, ড্রেন নির্মাণ, বিদ্যুৎ সাব-স্টেশন, গ্যাস সংযোগ লাইন স্থাপন, ফাইবার অপটিক লাইন স্থাপন, পানি সরবরাহ, টেলিফোন একচেঞ্জ স্থাপন ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও বর্জ্য নিষ্কাশন ও ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, সড়কবাতি স্থাপন, পানি শোধনাগার নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এখানে প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ কাজও সম্পন্ন, যাতে ৩০,০০০ বর্গফুট ফ্লোর স্পেস বিদ্যমান। সরকার ইতোমধ্যে এখানকার এ সকল কাজের জন্য ২৩৬ কোটি টাকার প্রকল্প নিয়েছে এবং জুন ২০১৬ সময়ের মধ্যে প্রকল্পের সকল কাজ সম্পন্ন হবে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ২৮ জুন ২০১৫ তারিখে এই হাই-টেক পার্কের ২ও ৫ নং ব্লকের জন্য (মোট ৬২+২৯=৯১ একর জমি) ডেভেলপার নিযুক্ত হয়েছে SIMCL-INFINITY। এছাড়া ৩ নং ব্লকের (৪০ একর) জন্য Fibre|home কোম্পানিকে খুব শীঘ্রই ডেভেলপার নিয়োগ করা হবে। উল্লেখ্য ৪ নং ব্লকের ডেভেলপার নিয়োগের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন এবং ১ নং ব্লক কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় রাখা হয়েছে।

এই হাই-টেক পার্কে খুব শীঘ্রই ব্যাপক কর্মকাণ্ড শুরু হবে। আশা করা যায়, অনেক দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারিগণ এখানে আইটি শিল্প স্থাপনে এগিয়ে আসবেন। এই হাই-টেক পার্কের কার্যক্রম পুরোমাত্রায় চালু করা হলে ৭০,০০০ আইটি পেশাজীবীর কর্মসংস্থান হবে।

কালিয়াকৈরের পাশাপাশি এগিয়ে চলেছে যশোর সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কের কাজেও। যশোর শহরের কেন্দ্রবিন্দুতে ঢাকা-যশোর-খুলনা মহাসড়কের সংলগ্ন এ পার্কটি টিটিসি'র পাশেই নির্মিত হচ্ছে। বেনাপোল বন্দর হতে এটার দূরত্ব মাত্র ৪৩ কি: মি: । সুতরাং সড়ক, রেল ও বিমান যোগাযোগ ঢাকার সাথে খুবই সহজসাধ্য। এ পার্কের ১৫ তলা মাল্টিটেনান্ট বিল্ডিং, ১২ তলা ডরমিটরি, বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন এবং অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণাধীন। ইতোমধ্যে মূল ভবনের ৪ তলা পর্যন্ত নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। যাতে ৫৬,০০০বর্গফুট ফ্লোর স্পেস এখনই বিনিয়োগকারীদের জন্য প্রস্তুত আছে।

এছাড়া বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের হাতে রয়েছে বরেন্দ্র সিলিকন সিটি, রাজশাহী (৩৪ একর) এবং সিলেট ইলেকট্রনিক সিটি (১৬৩ একর)। এ দুটি হাই-টেক পার্ক নির্মাণের জন্য প্রাথমিক উন্নয়নমূলক কাজ চলমান রয়েছে।

উল্লেখ্য, রংপুর, খুলনা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, গোপালগঞ্জ, কুমিল্লা, নাটোর, সিলেট, কক্সবাজার, ময়মনসিংহ, জামালপুরে এবং ঢাকাস্থ কেরানীগঞ্জে আইটি ভিলেজ স্থাপনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পে সম্ভাব্য ব্যয় হবে প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা।

সরকারি উদ্যোগে আইটি পার্ক নির্মাণের বাইরেও বেসরকারিভাবে সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপনকে উৎসাহিত করতে আইসিটি ডিভিশনের অনুমোদন নিয়ে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তপক্ষ Guideline for Decleration of Privately Operated (Non-BHTPA) Software Technology Park ২০১৫ প্রণয়ন করেছে। এরই আওতায় বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যে accenture company কে লাইসেন্স দিয়েছে। ফলে ঐ কোম্পানি বাংলাদেশ সরকারের ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ সুবিধাও ভোগ করতে পারবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে বেসরকারি উদ্যোগে সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক গড়ে উঠতে এখন ঐ গাইডলাইন খুবই ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। দেশি-বিদেশি আগ্রহী বিনিয়োগকারিগণ গাইডলাইনে থাকা শর্ত-পূরণ করে লাইসেন্স (Decleration) পাওয়ার জন্য আবেদন করতে পারেন।

অনেকেই জানেন যে, ফিলিপাইনে বেসরকারি উদ্যোগে শতাধিক হাই-টেক পার্ক নির্মিত হয়েছে। সরকার সেখানে শুধু ইউটিলিটি সার্ভিসগুলো নিশ্চিত করেছে। কাজেই আমাদের দেশেও বিত্তবান-বিনিয়োগকারী ব্যবসায়ীগণ সে রকম উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন। কারণ শুধুমাত্র সরকারি উদ্যোগ এজন্য যথেষ্ট হবে না, সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগ একান্ত প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ভূমিকা হতে পারে সহায়তাকারী হিসেবে বিনিয়োগকারীদের পাশে থাকা। কর্তৃপক্ষ সে সহায়তা দিয়ে চলেছে, এ কথা সংশ্লিষ্টরা জ্ঞাত আছেন। যেমন: কর্তপক্ষের সহায়তায় বাংলাদেশের ১৬ টি কোম্পানি /প্রতিষ্ঠানের আইএসও সার্টিফিকেট প্রাপ্তি সহজ হয়েছে। তন্মধ্যে ১১টি ISO: ৯০০১, ৩টি ISO: ২৭০০১ এবং ২টি CMMIL-৩ সার্টিফিকেট।

এছাড়া Skill Enhancement Program-এর আওতায় ৩০০০ গ্রাজুয়েট প্রশিক্ষণ নিয়েছে এবং আইটি/আইটিইএস সেক্টরে কর্মরত মধ্যম (middle) পর্যায়ের ১০৭২ জন ম্যানেজারকে (বেসরকারি কোম্পানির) প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন আইটি ফার্মের ৭০ জন CEO/COO-এর ১২ দিন মেয়াদি প্রশিক্ষণ দেশে-বিদেশে দেয়া হয়েছে। আবার ১০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে ভারতের মহীসূরে বিখ্যাত ইনফুসিস প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে।

এ সকল আয়োজন/উদ্যোগ ছিল মূলত বেসরকারি খাতকে এগিয়ে নেয়ার জন্য। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনকিউবেশন সেন্টার তৈরি করে দেয়ার পরিকল্পনা আছে সরকারের। সহজ পন্থায় যেন দেশে শিল্প গড়ে ওঠে সেজন্য পরিকল্পনা আছে। কাওরান বাজারে জনতা টাওয়ারে সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক করা হচ্ছে। মহাখালীতে আইটি ভিলেজ তৈরির পরিকল্পনা আছে। এ প্রকল্প গ্রহণের কাজ এগিয়ে চলছে।

বর্তমানে বাংলাদেশ বিশ্বের মধ্যে ৫ম বৃহৎ অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় জনসম্পদের অধিকারী। টেলিকম মার্কেটে বাংলাদেশের অবস্থান এখন ৯ম স্থানে। আইটি বিষয়ে Outsourcing কর্মকাণ্ডের প্রেক্ষিতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন বলেছে, "Bangladesh is one of the top 20 IT outsourcing destination". আবার JP Morgan এর মন্তব্য হলো—"Bangladesh has been named as one of the Frontier Five along with Vietnam, Kazakhstan, Kenya and Nigeria)"

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে বিনিয়োগের জন্য World Bank এর চমৎকার মন্তব্য হলো—

Ò Bangladesh has ranked 17th for investor Protection".

অতএব, বিনিয়োগকারীদের জন্য বাংলাদেশ এখন নিরাপদ গন্তব্য। তাই শিল্পপতিগণ হাই-টেক পার্কের এই অপার সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রে সরকার প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা ও প্রণোদনা কাজে লাগিয়ে বিনিয়োগ করে নিজেরাও লাভবান হতে পারেন এবং দেশ গড়ার কাজে সরকারের পাশাপাশি অবদান রাখতে পারেন। আর এর ফলে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে আরো সমৃদ্ধ হবে। দেশের জিডিপিতে বিনিয়োগকারীদের অবদান বাড়বে এবং আরো বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। মাথাপিছু আয় বাড়বে এবং ফলশ্রুতিতে দারিদ্র্য বিমোচন হবে। এভাবেই বাংলাদেশ হবে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ এবং একসময় উন্নত দেশ হবে বাংলাদেশ।

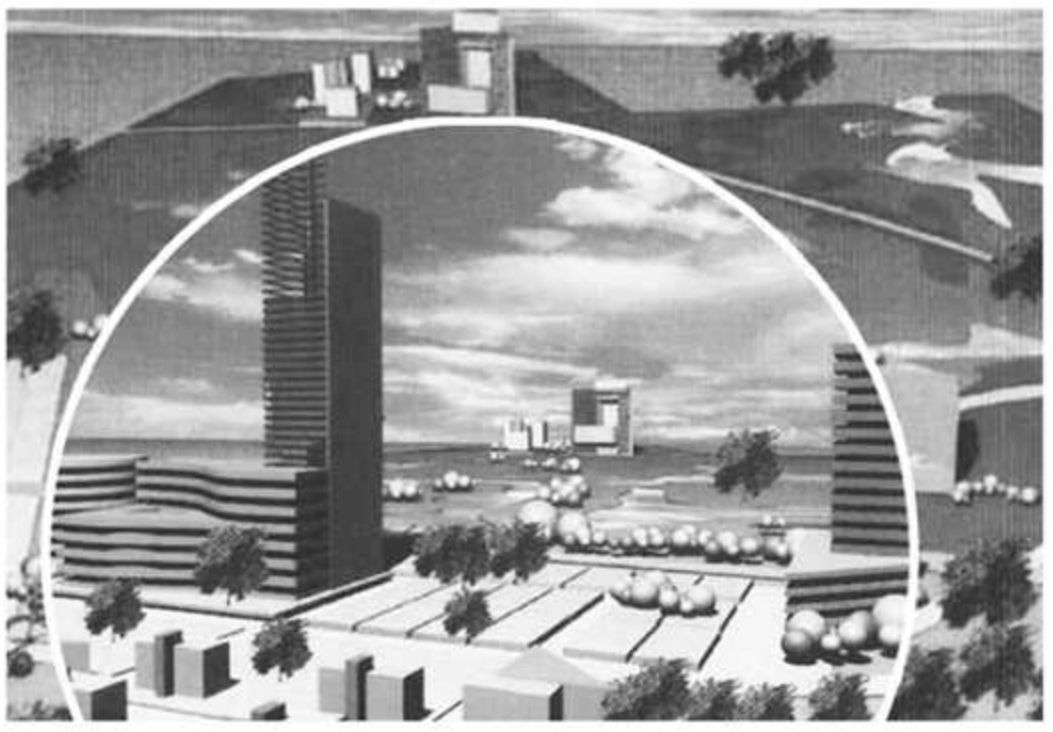

ফিলিপাইনে বেসরকারি উদ্যোগে শতাধিক হাই-টেক পার্ক নির্মিত হয়েছে। সরকার সেখানে শুধু ইউটিলিটি সার্ভিসগুলো নিশ্চিত করেছে। কাজেই আমাদের দেশেও বিত্তবান-বিনিয়োগকারী ব্যবসায়ীগণ সে রকম উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন।

● লেখক : সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ